বাংলাদেশের চরাঞ্চল ও ইতিবাচক উন্নয়ন ভাবনা

আদিত্য শাহীন

'যদি কিছু মনে না করেন' বাংলাদেশ টেলিভিশনের এ যাবৎকালের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি। ওই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক প্রয়াত ফজলে লোহানী একবার যমুনার চরাঞ্চলের মানুষের জীবন প্রবাহের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। সেই চেতনা জাগানিয়া তথ্যচিত্রের কথা দেশের বহু মানুষেরই মনে আছে। হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের শ্যুটিং শুরুর দিকে শাইখ সিরাজের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো যমুনার চরাঞ্চলে। তিনি উপলব্ধি করলেন, ফজলে লোহানীর ওই উপস্থাপনের পর ১৫ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু চরাঞ্চলের জীবনগাথা নিয়ে কোনো ফলোআপ করা হয়নি। তথ্য-উপাত্ত জোগাড় করে দেখা গেল, বাংলাদেশের একটি বড় জনগোষ্ঠী চরে বসবাস করে। তাদের জীবন প্রবাহ নদীর ভাঙা-গড়ার মতোই কন্টকাকীর্ণ। ভাঙনে যেমন নদীর গতিপথ পাল্টে যায়, একইভাবে জীবনধারা পাল্টে যায় তীরবর্তী এলাকার জনসাধারণের। শ্যুটিংয়ের দিন আমরা সিরাজগঞ্জ শহরের হার্ট পয়েন্ট ঘাট থেকে নৌকায় রওনা করলাম। যেতে হবে দোগাছী ও কাওয়াকোলার চর এলাকায়। সূর্য যেন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ফুঁসে উঠেছে। চারদিকে ধু ধু বালুর ওপর অবিরাম চলছে মরীচিকার নৃত্য। নৌকায় কয়েক কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম কাওয়াকোলার চরে। নৌকা থেকে নেমে উঠতে হলো পাহাড়ের মতো উঁচু চরে। দেখা গেল ১৫ থেকে ২০ ফুট বালুর সুউচ্চ স্তর। কালো কালো ঘর্মাক্ত মুখের পুষ্টিহীন কিছু যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বালু কাটছেন। তারা বালু কাটা শ্রমিক। এই শ্যুটিংয়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন দেশের সুপরিচিত সাংবাদিক ও সংগঠক শাহ্ আলমগীর। চ্যানেল আইর পরিচালক বার্তা হিসেবে শাইখ সিরাজ প্রধান বার্তা সম্পাদক শাহ্ আলমগীরকে শ্যুটিংয়ের সঙ্গী করেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। তিনি কৃষককে যেমন নতুন কৃষিকৌশলে উদ্বুদ্ধ করতে চান; একইভাবে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, শিল্প উদ্যোক্তা সবার দৃষ্টিই আকৃষ্ট করতে চান বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষির দিকে। তার ভাষায়, কৃষির মধ্যেই নিহিত বাংলাদেশের আদি ও অকৃত্রিম চেহারা। কৃষিপ্রধান এই বাংলাদেশের শহর-নগরের সামান্য অংশ বাদ দিলে পুরোটাই গ্রাম। পুরোটাই অবহেলিত উৎপাদকগোষ্ঠীর শ্রমক্ষেত্র। অথচ তাদের জীবন যাপন কত কঠিন তা কাছ থেকে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। তপ্ত বালিময় চরের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। তিন-চার কিলোমিটার হেঁটে যমুনার বিস্তীর্ণ চর পেরিয়ে পৌঁছলাম দোগাছীর চরে। বেশ কিছু বাড়িঘর। প্রায় সবগুলো ঘরই খড়ের। বাইরে গরু-বাছুর বাঁধা। মহিলারা গরুর ঘাস কাটাসহ টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত। এক বৃদ্ধা বাইরে মাটির চুলায় লেপনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শাইখ সিরাজ মাইক্রোফোন নিয়ে তার কাছে গিয়ে খুব আন্তরিক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চাচী কেমন আছেন? সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধা মুখ তুলে বলে ফেললেন তার দুর্দশার কথা। হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের জন্য বৃদ্ধার ওই কথাটিই দরকার ছিলো। বৃদ্ধা বললেন, কমপক্ষে ১০০ বার তার বাড়িঘর চলে গেছে নদীগর্ভে। এখন তিনি বাড়িতে আছেন, এটি তার জীবনের কততম বাড়ি তা নিজেও জানেন না। শাইখ সিরাজ তার একাধিক লেখায় ও বক্তব্যে বিভিন্ন স্থানেই বলেছেন, টিভি সাংবাদিকতা আসলে একেবারেই ভিন্ন একটি বিষয়। এখানে আসল কথাটি টেনে বের করে আনতে হয় ক্যামেরার সামনে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার কিংবা উপস্থাপকের নিজস্ব এই কৌশলটি রপ্ত করাই বড় একটি ব্যাপার। প্রিন্ট মিডিয়ায় দীর্ঘ আলাপের মধ্য দিয়ে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে একটি তথ্য বের করে আনা যেতে পারে, কিন্তু টিভি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণের সুযোগ নেই। মাইক্রোফোন সামনে ধরে প্রশ্ন করা মাত্রই যেন কাঙ্ক্ষিত কথাটি পাওয়া যায়, এমন প্রস্তুতি খুব আগে থেকেই রাখতে হয়। এটি যেমন অভ্যস্ততার ব্যাপার, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারও। ঘুরতে ঘুরতে দোগাছীর চরে একটি স্কুল পাওয়া গেল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গোটা চরে কয়েক হাজার পরিবারের বাস, কিন্তু সেখানে রয়েছে একটি মাত্র প্রাইমারি স্কুল। স্কুলের মাঠের ভেতর দিয়ে একটি পায়ে হাঁটা সরু পথ। গা চুলকাতে চুলকাতে হেঁটে যাচ্ছিল একটি শিশু। ক্যামেরাম্যান শহিদুল্লাহ্ টিটনকে খুব সন্তর্পনে বললেন ওইদিকে ক্যামেরা ধরতে। বললেন, এটিই আমার সাবজেক্ট। আমরা কিছুটা অবাক হলাম, কাজ করতে এসেছি চরাঞ্চলের কৃষি ও মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ে, এখানে গা চুলকানো ছোকড়া সাবজেক্ট হয় কিভাবে! বিভিন্ন এঙ্গেলে ছেলেটির শট নেয়া শেষ হলে মাইক্রোফোনটি ধরলেন তার সামনে, বললেন–

–তোর গায়ে কি?

ছেলেটি বললো, খাওজানি।

ওষুধ লাগাইস না?

– না।

–এইহানে ডাক্তারখানা নাই?

–আছে, ম্যালা দূর, ও..ই নদীর উপার, হশপিতালে।

ততক্ষণে আমরা বুঝে নিলাম, তিনি চরাঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা সেবার অভাবের একটি দৃশ্যপট এঁকে ফেলেছেন মাথার মধ্যে। এ বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে অনেক দুর্দশার চিত্রই উঠে এলো। জানা গেল, দোগাছির চরের গুরুতর অসুস্থ কোনো রোগীকে সিরাজগঞ্জ শহরের হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে পৌঁছাতে অনেক বেগ পেতে হয়। পথের মধ্যেও মৃত্যু হয়েছে অনেকের।

সত্তরোর্ধ্ব সাদা দাড়িঅলা এক বৃদ্ধ। তিনিও জানেন না কতবার তার বাড়ি ভেঙেছে। শাইখ সিরাজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন, এই বিরান চরে শুধু বাদামের চাষই হয়। তাৎক্ষণিক প্রশ্ন করলেন, বাদামের কয় বিচি? বৃদ্ধ বললেন, দুই বিচির ওপরে দেখিনি। শাইখ সিরাজ আমাকে বললেন, এটি আরেকটি সাবজেক্ট। বাজারে এখন তিন-চার দানাঅলা বাদামের ছড়াছড়ি, সেসব জাতের বাদামের বীজ এই চরাঞ্চলের কৃষকদের কাছে পৌঁছেনি। এর মধ্য দিয়েই কৃষিক্ষেত্রে চরাঞ্চলের বঞ্চনার আরেক চিত্র পাওয়া যায়। সত্যিকার অর্থেই শহুরে নাগরিকদের অজানা তথ্য, বাংলাদেশের মোট ভূমির ১ দশমিক ১৬ ভাগই হচ্ছে চর। আর বাংলাদেশের সব চরের মানুষের জীবনযাত্রার একই দশা। শুধু পরিবেশ ও ভৌগোলিক কারণে একেক চরাঞ্চলের দুর্দশা একেক রকম।

সিরাজগঞ্জের চরাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়লো একটি কৃষকের বাড়ির পেছনে কাটা আখের ক্ষেতে গুড় জ্বালানো হচ্ছে। বড় একটি ধাতব পাত্রে আখের রস জ্বালিয়ে তৈরি করা হচ্ছে ঢিমে গুড় (ঝোলাগুড়ের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মিহিদানার শক্ত গুড়)। রস জ্বালাতে জ্বালাতে যখন একেবারে লাল হয়ে উঠছে, তখন তাতে সাদা এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের গুড়ো মেশানো হচ্ছে। এরপরই গুড় উজ্জ্বল সোনালি বর্ণ ধারণ করছে। এটি একেবারেই কৃষকদের হাতের কায়দা। দেখা গেল, পায়খানার বদনার ভেতর নোংরা পানিতে সেই সাদা রাসায়নিক মিশিয়ে গুড়ে দেয়া হচ্ছে। শাইখ সিরাজ নিজে ক্যামেরা চালিয়ে ধারণ করলেন সেই দৃশ্য। শ্যুটিং থেকে ফিরে এসে প্রত্যেকটি শটকে দারুণ অর্থবহ করে ব্যবহার করা হলো। চরাঞ্চলের কৃষিচিত্র ও মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে তৈরি হলো দীর্ঘ একটি প্রামাণ্য প্রতিবেদন। একেবারেই সরেজমিন ও জীবন্ত প্রতিবেদন। পাশাপাশি কৃষকের গুড় জ্বালানোর ওই চিত্র নিয়ে তৈরি করা হলো 'টিপস্'। দর্শকদের চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর জন্য ঢাকার বাজার থেকে সাধারণ গুড় ও কেমিক্যাল মেশানো গুড়ের চিত্র ধারণ করা হলো। আর চর থেকে ধারণ করা চিত্রটি ব্যবহার করা হলো 'গুড়ে কিভাবে রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়' তা বোঝাতে। এভাবেই শাইখ সিরাজ শ্যুটিংয়ে বের হয়ে আপাতদৃষ্টিতে অগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে প্রমাণ করেন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি একটি বিষয় ভেঙে বহু বিষয় বের করে ফেলেন নিমিষেই। যা কখনোই পূর্বপরিকল্পনার আলোকে সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে তিনি বলেন, দেশ ও দেশের মানুষের পক্ষে সব সময় রাখা প্রয়োজন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। চেতনা থাকা উচিত কল্যাণের পক্ষে। তাহলে বাইরে বেরুলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনেক বঞ্চনা, অসঙ্গতির চিত্র সহসাই ধরা পড়বে।